সোয়াদ | □□d | ص

আয়াতঃ ৩৮ : ৪৩

আরবি মূল আয়াত:

وَ وَهَبنَا لَهٗۤ اَهلَهٗ وَ مِثلَهُم مَّعَهُم رَحمَۃً مِّنَّا وَ ذِکرٰی لِاُولِی الاَلبَابِ ﴿۴۳﴾

অনুবাদসমূহ:

আর আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ ও বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ আমি তাকে দান করলাম তার পরিবার-পরিজন ও তাদের সাথে তাদের অনুরূপ অনেককে। — আল-বায়ান

আমি তাকে দান করলাম তার পরিবার-পরিজন আর তাদের সাথে তাদের মত আরো, আমার রহমত স্বরূপ আর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। — তাইসিরুল

আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও, আমার অনুগ্রহস্বরূপ ও বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ। — মুজিবুর রহমান

And We granted him his family and a like [number] with them as mercy from Us and a reminder for those of understanding. — Sahih International

৪৩. আর আমরা তাকে দান করলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরো অনেক; আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ।(১)

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এ রোগে আক্রান্ত হবার পর আইয়ুবের স্ত্রী ছাড়া আর সবাই তাঁর সংগ ত্যাগ করেছিল, এমন কি সন্তানরাও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এ দিকে ইংগিত করেই আল্লাহ বলছেন, যখন আমি তার রোগ নিরাময় করলাম, সমস্ত পরিবারবর্গ তার কাছে ফিরে এলো এবং তারপর আমি তাকে আরো সন্তান দান করলাম। একজন বুদ্ধিমানের জন্য এর মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, ভালো অবস্থায় আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তার বিদ্রোহী হওয়া উচিত নয় এবং খারাপ অবস্থায় তার আল্লাহ থেকে নিরাশ হওয়াও উচিত নয়। তাকদীরের ভালমন্দ সরাসরি এক ও লা শরীক আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন। তিনি চাইলে মানুষের সবচেয়ে ভাল অবস্থাকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতে পারেন আবার চাইলে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির সকল অবস্থায় তাঁর ওপর ভরসা এবং তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর করা উচিত। [দেখুন, মুয়াসসার]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৪৩) আমি আমার অনুগ্রহস্বরূপ ও বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ[1] ও তাদের মত আরও (অনেক কিছু)। [2]

[1] অনেকে বলেন যে, পূর্বে যে সকল পরিজনবর্গকে পরীক্ষাস্বরূপ ধ্বংস করা হয়েছিল, তাদেরকেই জীবিত করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মত আরো পরিজনবর্গ দান করা হয়েছিল। কিন্তু এ কথা কোন সহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। সহীহ এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে পূর্বের চেয়ে এত বেশি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করেছিলেন, যা পূর্বের দ্বিগুণ ছিল।

[2] অর্থাৎ, আইয়ুব (আঃ)-কে যে পুনরায় এই সকল বস্তু প্রদান করলাম, এতে বিশেষ অনুগ্রহের প্রকাশ ছাড়াও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, যাতে এর দ্বারা জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে এবং বালা-মসীবতে তারাও আইয়ুব (আঃ)-এর মত ধৈর্য ধারণ করে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=4013

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন